শিউলি ফুল

পপি মন্ডল

ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে মধ্যপ্রদেশের একটি বড় কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছে নীলাদ্রি। এই জায়গায় সে একেবারে নতুন। তবে ভাগ্যভালো যে তার বন্ধু রাজ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ার সময় থেকে। রাজ নীলাদ্রিকে তার বাড়িতে থাকতে বলে। বাসে আধঘন্টার মত সময়লাগে কোম্পানিতে পৌঁছতে। নীলদ্রি। ঠিক করল কয়েকদিন পন্ধুর বাড়িতে কাটাবে তারপর অন্যকোথাও একটা ঘর দেখে নেওয়া যাবে।

বন্ধুর বাড়ির একতলায় একটি ঘরের ভাড়াটিয়ারা চলে গেলে নীলাদ্রির কাছে সুবর্ণ সুযোগ চলে আসে। নীলাদ্রি জানায় সে ঐ ঘরটিতে থাকবে। যদিও সে কোম্পানির কাছে ঘর দেখে নিতে পারত কিন্তু বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ কিছুতেই হারাতে চায় না। তাই সে এখানে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। কিন্তু তার বিপদ বাড়ল বৈকি কমলোনা। রাজ সোজা জানিয়ে দেয়, ঘরের ভাড়া সে নেবে না। কিন্তু নীলাদ্রি ঘরের ভাড়া দেবেই। এই নিয়ে দুই বন্ধুর ঝগড়া বেঁধে গেল। শেষ মেষ যেটা ঠিক হল– যা ঘরের ভাড়া তার থেকে কম ভাড়া দেবে।

কয়েকটা দিন কেটে গেল। একদিন দুজনে অফিস করে তাড়াতাড়ি ফিরে এল। সময়টা বিকেল বেলা। বাড়িতে কিছু খাওয়া দাওয়া করে দুজনে বেরোল ভ্রমনে। নীলাদ্রি ভাবল তাহলে আজকে বেড়ানো আর মর্নিংওয়াকের জন্য ভালোরাস্তা -ও খোঁজা যাবে। এধার - ওধার ভালো করে তাকাল আর ভাবল রাজ তার কত উপকার করেছে। নতুন জায়গায় কোনো অসুবিধাই হচ্ছেনা। রাজের কাঁধে হাত রেখে বলে থ্যাঙ্ক ইউ। রাজ বলল– নো, নো ইয়ে ঠিক বাত নেহি হে। ইউ আর মাই ফ্রেন্ড। নো থ্যাঙ্ক ইউ, নো সরি। নীলাদ্রি হেসে বুঝিয়ে দেয় যে রজের কথাই ঠিক।

পরের দিন সাড়ে পাঁচটায় নীলাদ্রির ঘুম ভেঙে গেল। এতদিন তার অভ্যাস মর্নিংওয়াক করার। তাই সে কোনো দ্বিধা করলোনা। চটপট রেডী হয়ে বেরিয়ে গেল। কিছু দূর গিয়ে এক মূহূর্ত যেন ভাবল। তারপর বড় রাস্তা পার হয়ে মুখোমুখি মাঝারি চওড়া রাস্তাটা ধরে এগোতে লাগল। নাম জানা আর নাম না জানা গাছের আড়ালে জায়গাটা যেন এক শান্তির ছায়া বিছিয়ে রেখেছে। নীলাদ্রি অনুভব করল এই জায়গাটা একেবারে অন্যরকম। রাস্তার ধারে সুন্দর গাছের উপর পাখিদের ডাক আর মৃদুবায়ুভর নৃত্য–সত্যিই অসাধারণ

হাঁটতে হাঁটতে কিছুদূর গিয়ে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। চারিধার ভালোকরে দেখে। খুব মিষ্টি একটা গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে, আরও কয়েকপা এগিয়ে গেল দুধার দেখতে দেখতে। সে এবার আবিষ্কার করে ফেলল এই গন্ধের উৎস। তার থেকে সামান্য দূরে সবুজ ঘাসের উপর অসংখ্য শিউলি ফুল পড়ে আছে। এই গন্ধই বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। শিশুর মত দৌড়ে গেল শিউলি ফুলের কাছে। কয়েকটা ফুল কুড়িয়ে নিল। একটা ঠান্ডা হাওয়ায় ভেতরটা জুড়িয়ে যাচ্ছে। সে চোখ বন্ধ করে হাঁ করে নিঃশ্বাস নিল।

ঘরে ফিরে এসে টেবিলে ফুলগুলো রাখে। ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে নিজ মনে বিড়বিড় করে বলে– ওটা ছিল নেহাতই ছোটোবেলার ঘটনা।

পরদিন ছুটি থাকায় সকালে একটু দেরী করে ঘুম থেকে ওঠে নীলাদ্রি। আজ রাজের বাবা মায়ের তিরিশ তম বিবাহ বার্ষিকীতে রাজের বাড়িতে নীলাদ্রির নিমন্ত্রণ। নীলাদ্রি ভাবল আজকে দুপুরে রান্নার পর্ব নেই। যদিও এই রান্নার পর্ব তার কোনো দিনই থাকত না। যদি সে সেইদিন রাজের কথায় রাজি হত। রাজ তার বাড়িতে খেতে বলেছিল। তখন নীলাদ্রি বলেছিল –'আমি রান্না করতে পারি। তাছাড়া আগে যেখানে চাকরি করতাম সেখানে আমি নিজেই তো রান্না করতাম। তাই কোনো অসুবিধা হবে না। এই কথায় রাজ খুশি হয়নি তা নীলাদ্রি বুঝে গিয়েছিল। রাজের কাঁধে হাত রেখে বলেছিল –তোর বাড়িতে যখন খুশি যাব আর খেয়ে আসব।

এখনও এত ভালো বন্ধু হয়। নীলাদ্রির ভিতরটা গর্বে ভরে গেল। জামা প্যান্ট পরে মর্নিংওয়াকে বেরিয়ে গেল। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেল শিউলি তলায়। অবাক হয়ে গেল। গতকাল কত ফুল পড়েছিল আর আজকে কয়েকটা ফুল। তার মানে কেউ এসেছিল যে ফুল কুড়িয়ে নিয়েছে। মিশুকে স্বভাবের নীলাদ্রির খুব আনন্দ হল। তার মতো কাউকে পাওয়া গেছে যে শিউলি ফুল ভালোবাসে।

কিন্তু পরেরদিন কারও দেখা পেল না। এরপর আরও কয়েকদিন লক্ষ্য করে যে গাছের তলায় ফুল পড়ে নেই। অর্থাৎ তার আগেই কেউ ফুল কুড়িয়ে নিয়েছে সেই মানুষটিকে দেখবার অদম্য ইচ্ছা তার মনে জাগল এবং সেই সাথে একটা বোধ কাজ করল যে কালকে আরও তাড়াতাড়ি আসবে এবং দেখবে কি হয় ফুলগুলোর। তারপর সারাদিন কাটল। রতে শুতে যাবার আগে ফোনে অ্যালার্ম দিয়ে রাখল পাঁচটায়। যাতে কাল সকাল আরও তাড়াতাড়ি শিউলি তলায় যেতে পারে।

আজ তাড়াতাড়ি শিউলি তলায় এসেছে নীলাদ্রি। গাছের তলায় প্রচুর ফুল পড়ে আছে দেখে নীলাদ্রির মনে খুব আনন্দ হল। কারণ সে আজ আগে এসেছে। তার মনে যে ফুল কুড়ায় তাকে আজ সে দেখতে পাবে। কয়েকটা ফুল কুড়িয়েনিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তাকে দেখছে। নীলাদ্রি কি বলবে বুঝতে পারল না। মেয়েটির চোখ গেল ছেলেটির হাতের ফুলগুলোর দিকে। অচেনা হলেও হাতে শিউলি ফুল দেখে মেয়েটি মুচকি হেসে বলল আপানি নিশ্চই বাঙালী।

–হ্যাঁ, আমি বাঙালী, কিন্তু আপনি কি করে বুঝলেন? বলল নীলাদ্রি।

–মেয়েটি বলল– বাঙালী ছাড়া শিউলিফুলের প্রতি টান –অসম্ভব ব্যাপার। আর মনে মনে বলল এতদিন কাউকে দেখিনি ফুল কুড়োতে। মানুষটি তো সত্যিই আলাদা। বেশ হ্যান্ডসাম। দেখে মনে হয় ভলো ছেলে। সে জিজ্ঞেস করল আপনি কি এখানে নতুন?

–নীলাদ্রি উত্তরে বলে– আমি পনেরো দিনের পুরোনো।

–মেয়েটি হেসে ফেলল। বলল আপনি খুব মজা করে কথা বলেন। তা পড়াশোনা না চাকরি, কি জন্যে? আসলে আপনাকে দেখে দুটোই মনে হয় তাই জিজ্ঞেস করলাম।

সৃষ্টিসন্ধান

নীলাদ্রি হেসে ওঠে। বলে অবশ্যই চাকরি। আচ্ছা আপনিই কি রোজ এখান থেকে শিউলি ফুল কুড়োন?

মেয়েটি হেসে উত্তর দেয় হ্যাঁ।

—পরের দিন আবার দেখা। মেয়েটি বলল বাঙালী বাবুর নামটা জানা হয়নি।

—আমি নীলাদ্রি সরকার। সফট্ওয়্যার ইঞ্জিনীয়ার। এখানের একটা কোম্পানিতে জয়েন করেছি। আমার পরিচয় দিলাম আর আপনার সম্পর্কে তো জানলাম না।

আমি মৌমি রায়। এম. কম. পড়ছি। ছোট বয়স থেকেই এখানে আছি। বাবা এখানে চাকরি করেন। আমি সামনেই থাকি। মর্নিংওয়াক করতে এসে এই ফুল কুড়াই। আমার খুব ভালোলাগে এই ফুল।

এরপর দুজনের মাঝে মাঝে দেখা হয় শিউলি তলায়। কিছু কথাও হয় দুজনের। নীলাদ্রির এই শিউলি ফুলের প্রতি টান মৌমির ভালোলাগে। তাই সে জিজ্ঞেস করে আপনিও নিশ্চই শিউলি ফুল খুব পছন্দ করেন?

হ্যাঁ, খুব পছন্দ করি। কিছু ঘটনা মানুষকে অনেককিছু শিখিয়ে যায়। আমার একটা ঘটনা আছে যা আমাকে শিউলিফুল কুড়োতে শিখিয়েছে। আমার মামা বাড়িতে একটা শিউলি ফুলের গাছ আছে। আমি ছোটো থেকেই গাছটাকে দেখে আসছি। অনেকবছর আগে আমি তখন ক্লাস এইটে পড়ি। আমার মামবাড়িতে দুর্গাপুজো হয়। পুজোর সময় মামা বাড়ি গিয়েছিলাম। আমি গাছপালা দেখতে ভালোবাসি বলে দাদুর নিজে হাতে তৈরী করা বাগানের পাশের ঘরটা ছিল আমার। শুধু আগে বলে নয়, এখনও গেলে ঐ ঘরটাতে থাকি। বিছানার পাশের জানালা দিয়ে ঝরে যাওয়া শিউলিফুলের দিকে তাকাতেই মনটা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তারপর দেখলাম একটি মেয়ে ফুল কুড়িয়ে নিল। তিনদিন দেখলাম যে মেয়েটি সব ফুল কুড়িয়ে নিল। এটা আমি সহ্য করতে পারলাম না। আমার দাদুর বাগানে ঢুকে কেন কেউ রোজ ফুল কুড়িয়ে নেবে। শরীরটা কোন জ্বলে যেত।

পরের দিন আমি লক্ষ্য রাখলাম। মেয়েটি আমার পর-ই আমি বেরিয়ে গেলাম। দেখলাম ফুল কুড়িয়ে একটা ছোট ব্যাগে রেখেছে। আমাকে দেখতে পেয়ে থতমত খেয়ে বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকল। আমি তার ব্যাগটা কেড়ে নিলাম। ধমক দিয়ে বললাম এটা আমার দাদুর বাগান। আর কোনো দিনও আসবে না। দাদুর কাছে নালিশ করব বলে মেয়েটির নাম জিজ্ঞেস করলাম। ছল ছল চোখে আমারদিকে তাকিয়ে বলল ফুলি। তারপর দৌড়ে বেরিয়েগেল বাগান থেকে।

পরেরদিন সকালবেলায় দেখলাম গাছের তলা শিউলি ফুলে সাদা হয়ে আছে। তারপর রোদজ্বলা দিনের দাপটে শুকিয়ে গেল ফুলগুলো। দিনের শেষে বাগানের মালীর পায়ে মাড়ানো, ঝলসানো ফুলগুলো যেন বলত এটা তুমি ঠিক করোনি। খুব খারাপ লাগল ফুলগুলোর হতশ্রী অবস্থা দেখে। তখন ঐ মেয়েটির কথা মনে পড়ল। আমি ভেবেছিলাম মেয়েটি আসবে। আর আমি বলব আমার ভুল হয়েছে। তুমি রোজ আসবে ফুল কুড়োতে। কিন্তু সে আর এলো না। খুব খারাপ লেগেছিল।

—অনেক দিনপরে দাদুকে জিজ্ঞেস করলাম ফুলি কে? দাদু বলল যে দাদুর বন্ধুর ছেলে রথিনের একমাত্র মেয়ে ফুলি। রথিন কর্মসূত্রে বাইরে থাকে। তারপর যতবার মামাবাড়ি গিয়েছি ততবার গাছটার দিকে দেখেছি। যদি তার একবার দেখা পাই।

—মৌমি একটু ভেবে বলে —আপনি কি মনে মনে ঐ মেয়েটিকে ভালোবাসেন?

—নীলাদ্রি হেসে ফেলে। ভালোবাসি কিনা জানি না। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে আপনি কি পাগল হয়েছেন। তারপর থেকে আজ অবধি আমি তাকে দেখিনি। তার সম্পর্কে কিছুই জানি না। শুধু এইটুকু জানি যা আপনাকে বললাম। দাদু বলেছিল ওরা বছরে দুবার এখানে আসে।

পুজোর সময় মামাবাড়ি গেলে ঝরে পড়া শিউলি ফুলের দিকে তাকাই। আর ভাবি হয়তো একদিন দেখা হবে। এরপর কথা প্রসঙ্গে নীলাদ্রি জানায় কাল সকালের ট্রেনে সে বাড়ি যাচ্ছে। তারপর মামাবাড়ি। আর পুজোর কটাদিন সে মামা বাড়িতে কাটাবে।

এবার হয়ত সেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয়েযেতে পারে। এনি ওয়ে আপনি আমার ফোন নম্বরটা নিন আর মেয়েটিকে দেখতে পেলে আমাকে অবশ্যই জানাবেন। বলল মৌমি।

বাড়ি ফিরে পঞ্চমীর দিন সকালবেলায় নীলাদ্রি বাবা-মার সঙ্গে রওনা দিল মামাবাড়ির উদ্দেশ্যে। মামাবাড়িতে পৌঁছে দেখে প্যান্ডেলের কাজ প্রায় শেষের দিকে। চারিদিকে হইচই। এই পুজো মিস করা মানে অনেক আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়া। মামা বাড়িতে এসে মনে মনে ভাবল।

এরপর ষষ্ঠী, সপ্তমী কেটে গেল। আজ অষ্টমী। সকাল থেকে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পরছে। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে নীলাদ্রি কি যেন ভাবছে। হঠাৎ কালো রঙের কিছু চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল। নীলাদ্রি সচেতন হল। কলো রঙের ছাতা নিয়ে কেউ শিউলি তলায় ফুল কুড়োচ্ছে। কালো ছাতা দিয়ে অর্ধেক আড়াল করা জীবন্ত মুর্তিটার দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল নীলাদ্রির।

হাতে মোবাইলটা নিয়ে তাড়াতাড়ি রওনা দিল বাগানের উদ্দেশ্যে। গাছের আড়াল থেকে লক্ষ্যকরে তার হাতে শিউলি ফুল। মনে খুব আনন্দ হল। এতদিন যাকে দেখার জন্য অপেক্ষা করছে সে আজ সামনে। তাই এই কথাটা জানানোর জন্য ফোন করল মৌমিকে। কিন্তু নীলাদ্রি খুব আশ্চর্য হল। ফোনটা ধরা তার সামনে থাকা জীবন্ত মুর্তিটি। সে ছাতা সরিয়ে ফেলল। বৃষ্টি ভেজা পায়ে এগিয়ে গেল নীলাদ্রির কাছে। নীলাদ্রি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে মৌমির দিকে। মৌমি নীলাদ্রির হাত ধরে। নীলাদ্রি ও শক্ত করে ধরল।

সৃষ্টিসন্ধান